৩৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 NOV 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকরা ঠিকমত ক্লাস নিচ্ছেন কিনা মনিটর করা হচ্ছে

॥ হারুন উর রশীদ ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যার্ন ও ইন্সটিটিউটসমূহের পরিচালকদেরকে বলা হয়েছে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার বিষয় মনিটর করতে। তারা শিক্ষকদের প্রতি সপ্তাহের ক্লাস নেয়ার বিবরণ একটি নির্দিষ্ট ছকে সংরক্ষণ করবেন। গত ৮ই অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র সভাপতিত্বে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইন্সটিটিউটের পরিচালকের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

মনিটর ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

মনিটর ঃ করা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বৈঠকে নেয়া মোট ৪টি সিদ্ধান্ত গত ২০শে অক্টোবর উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) চিঠির মাধ্যমে অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইন্সটিটিউটের পরিচালকদের জানিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার সাপ্তাহিক রিপোর্ট একাডেমিক কমিটির সভায় পর্যালোচনা করে ক্লাসের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন রিপোর্টের একটি কপি অনুষদের ডিনকে পাঠাতে হবে। ইন্সটিটিউটের পরিচালক সরাসরি ভিসির কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন, প্রত্যেক অনুষদের ডিন তার বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের নিয়ে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দু'মাস পরপর ভিসিকে পাঠাবেন।

উপ- রেজিস্ট্রারের (শিক্ষা) চিঠিতে বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের মোট সংখ্যা, কতজন ছুটিতে আছেন, কে কি ধরনের ছুটিতে আছেন এবং অন্য কোথাও কর্মরত আছেন কিনা তার বিবরণ রেজিস্ট্রারকে পাঠাতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ইন্সটিটিউটের পরিচালক এ রিপোর্ট পাঠাবেন।

শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন বিভাগে যথাসময়ে কোর্স শেষ করা ও পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও চিঠিতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার পেছনে গত মাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, ছুটিতে থাকা, ক্লাস বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন, যারা মাসের পর মাস কোন কারণ ছাড়াই বা ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকেন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকই রাজনীতির সাথে যুক্ত। এসব শিক্ষক নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ভঙ্গ করছেন। তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেই রেহাই পাওয়া যায় না। প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়। কারণ তারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ক্রমাবনতির পিছনে বেশ কিছু শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও ক্লাস না নেয়াই এক নম্বর কারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক বলেন, প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি হয়। এখানকার শিক্ষকরা সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও মেধাবী কিন্তু দুঃখজনক যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি না। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করলে বা অবহেলা করলে বরখাস্ত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার, ১৯৭৩ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কাছে দায়বদ্ধ। চেয়ারম্যান অনুষদের ডিনের কাছে এবং ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে দায়বদ্ধ। বিভিন্ন বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্র 'সংবাদ'কে জানান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অনুষদের ডিন তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন না। তারা মনে করেন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করায় ক্লাস নেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। ফলে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস না নিলে চেয়ারম্যান বা ডিনের কিছু বলার থাকে না।